দৈনিক জনকণ্ঠ

2 8 JUN 2008
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

গ্রামের স্কুলগুলো অনেক পিছিয়ে পড়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বরাবরের মতো এবারও ভাল ফলের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো। আর সব ছাড়িয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে ঢাকা বোর্ড তথা ঢাকা শহরের স্কুলগুলোর ফল। এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রায় সব বোর্ডেই যে সব স্কুল সেরা বিবেচিত হয়েছে তার প্রায় সবই শহরে অবস্থিত। দেশের প্রধান দুটি অঞ্চল ঢাকা ও চট্টগ্রাম বোর্ডের বেলায় কথাটি শতভাগ খাঁটি। এ দুটি বোর্ডে গ্রামের কোন স্কুল সেরাদের তালিকায় স্থান করে নিতে পারেনি। প্রায় অভিন্ন অবস্থা

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

গ্রামের স্কুলগুলো

(প্রথম পাতার পর)

সবকটি বোর্ডেই। শহরাঞ্চলে অবস্থিত স্কুলগুলোই বরাবর তুলনামূলক ভাল ফল করে আসছে। এ বছর ঢাকা বোর্ডে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সেরা ১০ স্কুলের মধ্যে স্থান পেয়েছে আইডিয়াল, ভিকারুননিসা, মনিপুর হাইস্কুল, মতিঝিল মডেল, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল, উত্তরা হাই স্কুল, একে হাই স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল, মতিঝিল বয়েজ, ধানমণ্ডি গভঃ বয়েজ, এ দশটি স্কুলই মহানগরীতে অবস্থিত।

চট্টগ্রাম, বোর্ডে সেরা দশ-এ স্থান পেয়েছে কলেজিয়েট, খাস্তগীর, বাওয়া, মুসলিম হাই স্কুল, নৌবাহিনী হাই স্কুল, চট্টগ্রাম সরকারী বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, চিটাগাং পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ইস্পাহানী, গভঃ গার্লস হাই স্কুল। বোর্ড সেরা এ দশটি স্কুলই অবস্থিত চট্টগ্রাম শহরে। চট্টগ্রামের কোন গ্রামের স্কুল এ তালিকায় উঠে আসতে পারেনি। চট্টগ্রাম বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৩১৬ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ হাজার ৫৪১ জনই উল্লিখিত ১০টি স্কুলের শিক্ষার্থী। এছাড়া বাকি যেসব শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের বেশির ভাগই শহরে স্কুলের শিক্ষার্থী। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ধরা হয় গ্রামাঞ্চলের স্কুল বেশি। এ অঞ্চলেও দেখা গেছে শহরে স্কুলগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য। এখানেও সেরা ১০টি স্কুল বিভিন্ন শহরে অবস্থিত। যে ১০টি স্কুল সেরা বিবেচিত হয়েছে এর মধ্যে ৪টি বগুড়া সদরে, ২টি রংপুর সদরে ২টি বোয়ালিয়ায়, ১টি দিনাজপুর সদর ও ১টি পাবনা সদরে অবস্থিত। ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে সবকটি বোর্ডের চিত্রই প্রায় অভিন্ন।

এদিকে অন্য শহরগুলোর তুলনায় ফলের দিক থেকে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাজধানী ঢাকা। এ বোর্ড থেকে যত সংখ্যক শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে অন্য কোন বোর্ড তার অর্ধেকেও পৌঁছাতে পারেনি। এ বোর্ড থেকে ১৮ হাজার ৯৩৬ জন এ প্লাস পেয়েছে। তার পর রাজশাহী বোর্ডের অবস্থান। রাজশাহী বোর্ড থেকে এ প্লাস পেয়েছে ৮ হাজার ৬৫৬ জন, আর তৃতীয় স্থানে চট্টগ্রাম বোর্ড। এ বোর্ডে এ প্লাস পেয়েছে ৪ হাজার ৩১৬ জন শিক্ষার্থী। শুধু তাই নয়, ঢাকা শহরের এক স্কুল থেকে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে কোন কোন বোর্ডেও সে পরিমাণ এ প্লাস পায়নি। পুরো সিলেট বোর্ডের অধীনে এ প্লাস পেয়েছে ৫৯২ জন শিক্ষার্থী। আর রাজধানীর শুধু আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ মতিঝিল থেকেই এ প্লাস পেয়েছে ৭৬৭ জন শিক্ষার্থী। ঢাকার সেরা ১০টি স্কুল থেকে ৪ হাজার ২৩৭ জন শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড ছাড়া আর কোন শিক্ষা বোর্ডে রাজধানীর এ ১০টি স্কুলের সমান সংখ্যক এ প্লাস আসেনি। চট্টগ্রামে ৪ হাজার ৩১৯ আর রাজশাহীতে ৮ হাজার ৬৫৬ শিক্ষার্থী এ প্লাস পেয়েছে। বাকি যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা সিলেট-এ চারটি বোর্ডের কোনটিতেই রাজধানীর সেরা ১০টি স্কুলের সমান সংখ্যক এ প্লাস পায়নি শিক্ষার্থীরা।